মুহাম্মদ রুহুল কাদের
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

উদ্দীপক ১৬

বিলাসিতা আর উচ্চাভিলাষ মনোভাব পোষণ এবং অনুসরণ সীমাহীন ক্লান্তি ছাড়া আর কিছু নয়। অতি লোভ অতি লালসা এবং পরশ্রীকাতরতা মানুষকে সীমাহীন পাপের পথে টেনে নিয়ে যায়। যারা জীবনে সাফল্য কামনা করে তাদেরকে এ বিষয়গুলোর প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখতে হবে।

ক) হতাশ হয়ে কাঁপতে কাঁপতে তারা কোন নদীর দিকে হাঁটতে লাগল?
খ) মাদাম লোইসেলের মনে সর্বদা দুঃখ থাকে কেন?
গ) উদ্দীপকটি কোন দিক থেকে "নেকলেস" গল্পের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ-- আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।
ঘ) উচ্চাভিলাষ অনেক সময় ভীষণ বিপদ ডেকে আনে-- উদ্দীপক এবং "নেকলেস" গল্পের আলোকে লেখ।

নমুনা উত্তর ক ও খ
গ ও ঘ সাংকেতিক উত্তর

ক) হতাশ হয়ে কাঁপতে কাঁপতে তারা সিন নদীর দিকে হাঁটতে লাগল।

খ) আয়েশি ও বিলাসী জীবন যাপন করতে না পারায় মাদাম লোইসেলের মনে সর্বদাই দুঃখের ছায়া থাকত।

মাদাম লোইসেলের ভাবনা ছিল পৃথিবীতে যত সুরুচিপূর্ণ ও বিলানিতার বস্তু আছে , সেগুলোর জন্যই তার জন্ম। কিন্তু বাস্তবে ছিল বিপরীতধর্মী। তার বাসকক্ষের দারিদ্র্য , হতশ্রী দেয়াল , জীর্ণ চেয়ার, ও বিবর্ণ জিনিসপত্রের জন্য সে ব্যথিত হতো।মূলত দরিদ্র হওয়ার জন্যই মাদাম লোইসেলের মনে সব সময় দুঃখ লেগে থাকত।

গ) উদ্দীপকের প্রথম উপদেশ " নেকলেস" গল্পের উচ্চাভিলাষ ও বিলাসিতার পরিণতির দিকের ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উচ্চাভিলাষ কখনো মানুষকে সুখী করতে পারে না। এ ধরণে বিলাসী মনোভাবের কারণে মানুষকে মাঝে মাঝে ভীষণ বিপদেও পড়তে হয়।
র্ণ
মানুষের চাহিদার একটা পিরিমাপ থাকা জরুরি। অতিরিক্ত চাহিদা মানুষকে কখনোই সুখী করইতে পারে না। মূলত গল্পে উচ্চাভিলাষ ও বিলাসিতার কারণে মাতিলদার করুণ পরিণতি। এ বিষয়টির দিক থেকেই উদ্দীপকটি "নেকলেস" গল্পের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ) উচ্চাভিলাষ অনেক সময় ভীষণ বিপদ ডেকে আনে"--উদ্দীপক ও নেকলেস" গল্পের আলোকে এ মন্তব্যটি যথাযথ যৌক্তিক।

মানুষ ভীষণ স্বপ্নবিলাসী । অনেকেই চায় স্বপ্নের মতো জীবন তেমনই সুন্দর হোক। এভাবে চাইতে গিয়েই মানুষ বিলাসী হয়ে ওঠে। এমনকি সামথ্যের্র বাইরে গিয়ে কাজ করে। তখনই করুণ পরিণতিতে পতিত হন। লোভ লালসা পরশ্রীকাতরতা নেতিবাচক দিক সম্পর্কে আলোচনাকিরা হয়েছে।

নেকলেস গল্পের মাদাম লোইসেল ছিল অতি বিলাসী জীবনের প্রত্যাশী । অভাব ,দারিদ্র্যকে সে সহজে মেনে নেয়নি বরং তা অভিশাপ মনে করেছে। তার কাছে জীবন মানেই জাঁকজমকপূর্ণ ও বিলাসবহুল। এ চিন্তা মানুষকে সীসাহীন ক্লান্তি ছাড়া কিছুই দেয় না।

মাদাম লোইসেল ছিল দরিদ্র এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী। সে তার বিলাসিতাকে পূরণ করতে গিয়ে ধনী বান্ধবী মাদাম ফোরস্টিয়ারের কাছ থেকে নেকলেস ধার নেয়। কিন্তু সে নেকলেসটি হারিয়ে ফেলে। অবশেষে এ নেকলেসের মূল্য পরিশোধ করতে তার জীবন থেকে দশ দশটি বছর শেষ হয়ে যায়। চরম দারিদ্র্য জীবন তাকে যাপন করতে হয়েছে। উচ্চাভিলাষ ভীষণ বিপদ ডেকে আনে কখনো যা উদ্দীপকে ও "নেকলেস" গল্পের আলোকে চরম সত্য বলে বিবেচ্য।

উদ্দীপক ১৭

ঘরেতে এলো না সে তো
মনে তার নিত্য আসা যাওয়া
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।

ক) রক্তকরবী কী ধরণের রচনা?

খ) অথচ সে না -চেনাটুকু
যে কুয়াশা মাত্র, সে যে মায়া।`--কেন?

গ) উদ্দীপকে বর্ণিত `তার` আলোচ্য গল্পের কোন চরিত্রটিকে এবং কীভাবে প্রতিনিধিত্ব করে।

ঘ) " অনুপমের দৃঢ়তার অভাব প্রকাশই এ গল্পের একমাত্র দিক নয়"--`অপরিচিত` গল্পের আলোকে তোমার মতামতসহ মন্তব্যটি যাচাই করো।

নমুনা উত্তর ক ও খ
গ ও ঘ সাংকেতিক উত্তর

ক) ` রক্তকরবী` একটি নাট্যগ্রন্থ

খ) `অপরিচিতা` গল্পের কথক অনুপম কল্যাণী সম্পর্কে আলোচ্য উক্তিটি করেছিল।

অনুপম তার মাকে নিয়ে তীর্থে যাওয়ার পথে `গাড়িতে জায়গা আছে ` বলা এক নারীকণ্ঠকে মধুময় মনে করল। সে মায়াময়ী কণ্ঠস্বরের নারীকে সে দেখেনি। অচেনা সে নারীটি তার হৃদয়ে আসন গেড়ে বসেছে । তাকে সে দেখতে চায় চিনতে চায় । অথচ সেই না-- চেনাটুকু যে কুয়াশামাত্র, সে যে মায়া সেটা ছিন্ন হলেই যে চেনার আর অন্ত থাকবে না। এমন আবেগময়ী চেতনা প্রকাশ পেয়েছে অনুপমের হৃদয়জুড়ে। কল্যাণীকে দেখার, কল্যাণীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে উল্লেখিত উক্তিতে।

গ) উদ্দীপকে বর্ণিত `তার` আলোচ্য গল্পের `কল্যাণী` চরিত্রটিকে অনুপমের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করে।

সংবেদনশীল মানুষ কাঙ্ক্ষিত স্মৃতিকে ভুলতে পারে না। প্রিয়জনকে হারিয়ে ফেললে বিরহ বেদনায় ভেঙ্গে পড়ে, স্বপ্নহারা দুঃখময় ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে উদ্দীপক ও `অপরিচিতা` গল্পে।

অনুপমের স্বপ্ন ছিল কল্যাণীকে বিয়ে করে ভালোবেসে একটি সুখের নীড় গড়ে তোলার , প্রিয় কল্যাণী তার ঘরে না এলেও নিত্য তার মনে জাগরুক থাকে।অনুপম কেবলই তার সান্নিধ্য কামনা করে। এখানে `তার` বলতে অপরিচিতা গল্পের কল্যাণী ও অনুপমের হৃদয়ে কল্যাণীর প্রভাবের চিত্রটি প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ) `অপরিাচতা` গল্পের একমাত্র দিক অনুপমের দৃঢ়তার অভাব প্রকাশ নয়, সাসাজিক ক্যান্সার যৌতুকপ্রথা ও এ প্রথার বিরুদ্ধে সাহসী ভূমিকা পালনের বাস্তবচিত্র রূপায়িত হয়েছে গল্পে।

আমাদের সমাজে এমন অনেক মানুষ আছেন যারা পরগাঝার মতোন অন্যের ওপর নির্ভর করে নিজের জীবন নির্বাহ করে ব্যক্তিত্বহীনতার পরিচয় দেন। এ বিষয়টা হচ্ছে মানবিক দুর্বলতা। অন্যদিকে যৌতুক প্রথার নির্মমতায় নারীরা নির্যাতনের শিকার এ চিত্রটিও "অপরিচিতা" গল্পে বিধৃত হয়েছে।

উদ্দীপকের কল্পিত চরিত্রটি তার প্রিয়তমার স্মৃতিচারণ করে, হয়তো ব্যক্তিত্বহীনতার কারণে সে তার কাঙ্ক্ষিত মানুষটিকে কাছে পায়নি। কল্যাণীর পিতা ও কল্যাণী যৌতুক ও যৌতুকলোভী ব্যক্তিদের প্রচণ্ডভাবে ঘৃণা করে। এর বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে কল্যাণীর পিতার সাহসী ভূমিকা ও বিয়ে ভেঙ্গে দেওয়ার ঘোষণার মধ্য দিয়ে।

উদ্দীপকে একটি বিরহী আত্মার স্মৃতিচারণ প্রকাশ পেয়েছে যা "অপরিচিতা" গল্পের অনুপমের আবেগ উচ্ছ্বাসের মতো। কিন্তু আলোচ্য গল্পের বিষয়বস্তুর এমন একটি দিকই নয়। এখানে অনুপমের দৃঢ়তার অভাব প্রকাশের চিত্রের সঙ্গে সমাজের নির্মম প্রথা যৌতুক ও যৌতুকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকার প্রকাশ ঘটেছে , যা গল্পকারের কাঙ্ক্ষিত মানসিকতারই বাস্তব প্রতিফলন, তাই মন্তব্যটি যথার্থই।

উদ্দীপক ১৮

নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
যখন শকুন নেমে আসে এই সোনার বাংলায়;
নূরলদীনের কথামেনে পড়ে যায়
যখন আমাদের দেশ ছেয়ে যায় দালালেরই আলখাল্লায়;
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়।

ক) "মেঘনাদবধ কাব্য" কোন ছন্দে রচিত?
খ) `স্থাপিলা বিধুরে বিধি `স্থানুর ললাটে; কথাটি বুঝিয়ে দাও।
গ) উদ্দীপকের চতুর্থ পঙক্তির সাথে `বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ` কবিতার সম্পর্ক নির্ণয় কর।
ঘ) নূরলদীন ও মেঘনাদ উভয়ের মধ্যে দেশপ্রেমিকের নিদর্শন রয়েছে। `বিশ্লেষণ কর।

নমুনা উত্তর ক ও খ
গ ও ঘ সাংকেতিক উত্তর

ক) "মেঘনাদবধ কাব্য" অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত।

খ) রামের আজ্ঞাবহ বিভীষণের কথার প্রতিবাদ করতেই মেঘনাদ আলোচ্য উপমার অবতারণা করেন।

বিভীষণ মেঘনাদের পিতৃব্য হয়েও রাম-লক্ষ্মণের পক্ষ অবলম্বন করেন। পিতৃব্যের এহেন ঘৃণ্য কাজের ভর্ৎসনা করলে বিভীষণ নিজেকে রাঘবদাস বলে পরিচয় দেন। তখন মেঘনাদ তাকে কুলবংশের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন , মহাদেবের ললাটে যে চাঁদ অঙ্কিত হয়েছে, তা যেমন কখনো ধুলায় লুণ্ঠিত হয় না, তেমনি বিভীষণের পক্ষেও এ কাজ করা অত্যন্ত গর্হিত।

গ) উদ্দীপকের চতুর্থ পঙক্তির সাথে স্বদেশের প্রতি বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতার দিক থেকে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ` কবিতার সম্পর্ক রয়েছে।

মাতৃভূমির প্রতি বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতা ও দেশদ্রোহিতার কারণে দেশপ্রেমিক বীরযোদ্ধা মেঘনাদকে নিরস্ত্র অবস্থায় জীবন দিতে হয়।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাত থেকে দীর্ঘ ৯ মাস যখন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণে বাংলাদেশ মৃত্যুপুরীতে রূপ নেয় তখন শকুন-রূপী দালালের আলখাল্লায় দেশ ছেয়ে যায়। এখানেই উদ্দীপকের চতুর্থ পঙক্তির সাথে `বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ` কবিতার সম্পর্ক নিহিত।

ঘ) নূরলদীন ও মেঘনাদ উভয়ের মাঝে দেশপ্রেমের যথেষ্ট নিদশূন রয়েছে।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ 'কবিতায় দ্বীপরাজ্য স্বর্ণলঙ্কার রাজা রাবণের পুত্র মেঘনাদ একজন দেশপ্রেমিক ও বীরযোদ্ধা ।স্বদেশের সংকটময় মুহূর্তে তিনি চুপচাপ বসে থাকতে পারেন নি।

এক মহাযুদ্ধের মাধ্যমে চাচা বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতা ও চিরশত্রু রাম বাহিনীর লঙ্কা আক্রমণের সমুচিত জবাব দিয়ে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তৈরি হয় মেঘনাদ। ১১৮৯ বঙ্গাব্দে (১৭৮৩খ্রিষ্টাব্দ) সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এ কৃষকনেতা মানুষের অধিকার ও কল্যাণের জন্য বিপ্লবের ডাক দেন।

একই ভাবে মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় আপনজনের চক্রান্ত আর রাম বাহিনীর বিরোদ্ধে মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছিল মেঘনাদ। মাতৃভূমির জন্য দুজনেরই নিবিড় দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়।কাজেই "নূরলদীন ও মেঘনাদ উভয়ের মধ্যে দেশপ্রেমিকের নিদর্শন রয়েছে "-- মন্তব্যটি যথাযথ।

উদ্দীপক ১৯

আমি হারাই নিজেকে, হারাতেই যেন সুখ পাই
বহুদিন পর এ পঁচিশের বিকেলে শ্রাবণ দোলায়
সবুজের সাথে হাসি পাই
আর বিকেলের আকাশে ঘুড়ি ওড়ার উচ্ছ্বাস
নিয়ে বাসার দিকে পা বাড়াই।

ক) "পখাল" শব্দের অর্থ কী?
খ) `শিরে দিয়ে বাঁকা তাজ
ঢেকে রাখে টাক`--- ব্যাখ্যা করো।
গ) উদ্দীপকে বর্ণিত চিত্রের সাথে `চাষার দুক্ষু` প্রবন্ধের উল্লিখিত কৃষকের অবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করো।
ঘ) উদ্দীপকে বর্ণিত সুখী -সমৃদ্ধ জীবন ফিরে পেতে "চাষার দুক্ষু" প্রবন্ধের কৃষকদের জীবনমান উত্তরণের উপায় কী বলে লেখক মনে করেন? বিশ্লেষণ করো।

নমুনা উত্তর   ক ও খ
গ ও ঘ   সাংকেতিক উত্তর

ক) `পখাল` শব্দের অর্থ হলো পান্তা।

খ) `শিরে দিয়ে বাঁকা তাজ ঢেকে রাখে টাক` বলতে প্রাবন্ধিক অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বা বিলাসিতা বুঝিয়েছেন।

এক সময় ভারতবর্ষে যখন টাকায় পঁচিশ সের চাল পাওয়া যেত তখনো এ দেশের কৃষকদের জীবনে দুর্দশার অন্ত ছিল না । আবার সভ্যতার অগ্রগতি হলেও কৃষকদের ভাগ্য ছিল অপরিবর্তনীয় । তবে তাদের এ দারিদ্র্যের জন্য প্রাবন্ধিক সভ্যতার নামে এক শ্রেণির মানুষের অপব্যয় বা বিলাসিতাকে দায়ী করেছেন। অর্থাৎ মাথার স্বাভাবিক টাক ঢাকার জন্য মস্তকের আবরণ বা মুকুট কিনে অপব্যয়ের মানে হলো সভ্যতার নামে দারিদ্র্যকে টিকিয়ে রাখা ।

গ) উদ্দীপকে শহরের জীবনে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে নিজেকে একটুকুর জন্যে ঘুড়ি ওড়ানো আনন্দে খুঁজে পেয়েছেন।

দেশ ও জাতির উন্নয়নের মূল হাতিয়ার অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা । বিদেশি সংস্কৃতির পরিবর্তে দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসাই পারে দেশকে স্বনির্ভর করতে। ঘুড়ি ওড়ানোর চিত্রে আমরা ফিরে যাই গ্রামীণ আনন্দনের কাছে।

চাষার দুক্ষু প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক কেবল শোষক শ্রেণিকেই দায়ী করেননি এর জন্য কৃষকদের আয়েশী জীবন, কুটির শিল্পের ধ্বংস ও শিক্ষাহীনতাকে দায়ী করেছেন।পক্ষান্তরে উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে শ্রাবণের পঁচিশের বিকেলে ঘনমেঘের অন্তরালে চমৎকার নীলাকাশের নিচে প্রকৃতির সবুজ যে হেসে হেসে দোল খাচ্ছে আর কিছু শিশু ঘুড়ি ওড়ায়ে আনন্দ পাচ্ছে সে আনন্দবোধ প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ) উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে সবুজ প্রকৃতি ও শ্রাণকালের মাঝেও প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যতা । আর প্রাবন্ধিক কৃষকদের জীবনমান উত্তরণের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা নির্ভর করে প্রকৃত শিক্ষা ও দেশের প্রতি ভালোবাসার মাধ্যমে। বৈষম্যহীনতার ফলেই কৃষক, শ্রমিকসহ সবরমানুষ একাগ্রতার সাথে কাজ করতে পারে ।

উদ্দীপকে আমরা বুঝতে পারি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ কবি এবং ঘুড়ি ওড়ানোর বিহ্বলতায় চিত্ত আনন্দে উদ্ভাসিত সে ক্ষেত্রে "চাষার দুক্ষু" প্রবন্ধে দেখতে পাই কৃষতদের অনেকের অনুকরণপ্রিয়তা, বিলাসিতা বেড়েছে। পক্ষান্তরে দেশের সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন বৈষম্যহীন সমাজ সময়ানুবর্তিতা পরিশ্রমী মনোভাব।

উদ্দীপকে গ্রামের কৃষকের কথা জানানো হয়নি প্রকৃতির অপার মুগ্ধতা ও সবুজের সমারোহে সুন্দরের কলহাস্য ঘুড়ি ওড়ানোর চিত্তানন্দ বর্ণিত অন্যদিকে প্রবন্ধে লেখক বুঝাতে চেয়েছেন ধর্ম, বর্ণবৈষম্যহীনতা মানুষের মধ্যে প্রকৃত ভালেবাসা সৃষ্টি করে। কৃষকেরা অলস আরামপ্রিয় তাদের অবস্থার পরিবর্তন না হওয়ার প্রধান কারণ শিক্ষাহীনতা ও শোষকশ্রেণির নির্মমতা।

উদ্দীপক ২০

আমি বাংলায় গান গাই , আমি বাংলার গান গাই
আমি আমার আমিকে চিরদিন
এই বাংলায় খুঁজে পাই।

ক) "পানকৌড়ির রক্ত" কবি আল মাহমুদের কী জাতীয় রচনা?
খ) 'কবিতার আসন্ন বিজয়` বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?-- ব্যাখ্যা করো।
গ) উদ্দীপকে " লোক-লোকান্তর" কবিতার সাদৃশ্য দিকটি ব্যাখ্যা করো।
ঘ)   উদ্দীপক ও "লোক-লোকান্তর" কবিতায় বর্ণিত চিত্রাত্মক বর্ণনার স্বরূপ ব্যাখ্যা করো।

নমুনা উত্তর ক ও খ
গ ও ঘ সাংকেতিক উত্তর

ক) `পানকৌড়ির রক্ত` কবি আল মাহমুদের ছোট গল্প জাতীয় রচনা।

খ) 'কবিতার আসন্ন বিজয় বলতে' সকল সংকট পেরিয়ে কবিতার জয়কে বোঝানো হয়েছে।

সৃষ্টির প্রেরণায় কবি চিরকাল উদ্বুদ্ধ হন, তাঁর চেতনার মণি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। পৃথিবীর কোন সমাজ , সংস্কার-ধর্ম , বিধি বিধান, নিয়ম কানুনের অধীনে থাকেন না। তার কাছে চেতনরি জগৎ , চেতনার রঙ -রূপ- রেখা শব্দব্রহ্ম ছাড়া সব কিছু তুচ্ছ হয়ে যায়। কিন্তু তার এই সৃষ্টির চেতনা জগতের পথ কুসমাস্তীর্ণ নয়। এই কঠিন জীবন সংগ্রামের ভেতর দিয়েই কবিতার জয় হয়।

গ) উদ্দীপকে " লোক-লোকান্তর" কবিতার ভাবগত সাদৃশ্য বিদ্যমান।

প্রকৃতির প্রতি মানুষের মুগ্ধতা আছে। মানুষের কল্পনা শক্তিকে জাগিয়ে দেয়। এ জন্য মানুষ নি:সর্গের মাঝে হারিয়ে যেতে চায়।

রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণ নিয়েই প্রকৃতি চিরভাস্বর যা শুধু সৌন্দর্য পিপাসু সৃষ্টিশীল মানুষই উপলব্ধি করতে পারে। উদ্দীপকের কবিতায় কবি বাংলা ভালোবেসে বাংলায় গান গাওয়ার কথা বলেছেন। "লোক-লোকান্তর" কবিতায় কবির অস্তিত্ব জুড়ে গ্রাম বাংলার প্রকৃতির অফুরন্ত রং, চিরায়ত রূপ ও প্রাকৃতিক নানা বৈচিত্র ফুটে ওঠেছে। ভাবগত সাদৃশ্য রয়েছে উদ্দীক ও কবিতায়।

ঘ) উদ্দীপক ও "লোক-লোকান্তর" কবিতায় বাংলার নৈসর্গিক সৌন্দর্যের চিত্রাঙ্কন বর্ণনা করেছে।

প্রকৃতি প্রেমী কবির কলমের কালিতে বাংলার সৌন্দর্য আরো চমৎকার । কবি আপন অনুভূতি দিয়েই বাংলার সৌন্দর্যকে উপভোগ করেছেন।

লোক-লোকান্তর কবিতায় গ্রাম বাংলার প্রকৃতির অফুরন্ত রঙ চিত্রায়িত হয়েছে। এ যেন চিরায়ত বাংলার রূপ। যত দূর চোখ যায় কেবল চোখে পড়ে বাংলার অপরূপতা।

উল্লেখিত আলোচনায় দেখি "লোক-লোকান্তর" কবিতায় গ্রাম বাংলার অপরূপ রূপ চিত্রায়িত করেছেন কবি । সুদূরের দিকে চেয়ে কেবল বাংলার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ভেসে ওঠে। উদ্দীপকের কবি ও গ্রাম বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে নিজেকে বারবার খুঁজে পেয়েছেন। উদ্দীপক ও লোক লোকান্তর কবিতায় যেন নৈসর্গিক সৌন্দর্যকে চিত্রায়িত করা হয়েছে।

#লেখ_স্বত্ব_রুহু_রুহেল
#উনিশ_জুলাই_২০২০
প্রয়োজনে--- ০১৭১২৬১৮১৬৯